মৃত্যুহীন বিপ্লবী

চে গুয়েভারা

মৃত্যুহীন বিপ্লবী

চে গুয়েভারা

আহমদ রফিক

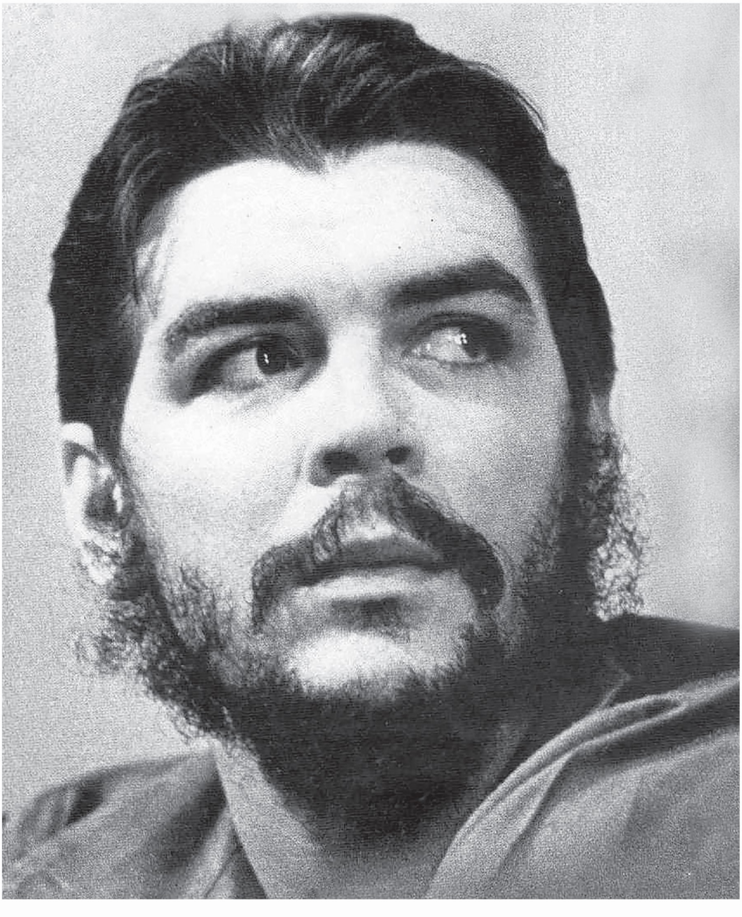

অনিন্দ্য প্রকাশ

অনিন্দ্য প্রকাশ-এর প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৪৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মোঃ মহিদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

Mrittohin Biplobi Che Guavara by **Ahmad Rafique**
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : September 2023

Price : 400.00
US $ 10

ISBN 978 984 97410 8 4

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪
https://www.prothoma.com/publisher/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

রাজনীতির সুখদুঃখের আলাপচারিতায়
কখনো সেই তৎপরতায় নিঃস্বার্থ সঙ্গী
সুহৃদ শফিক খানকে
যার নিরন্তর তাগিদে এ বই লেখা

মুখবন্ধ

বিপ্লবী গেরিলা যোদ্ধা চে গুয়েভারা সব দেশেই তরুণদের কাছে এক আরাধ্য নাম মূলত তার সাহস, শক্তি, আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের জন্য। অন্যদের কৌতূহল চে'র আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ঘিরে। আদর্শ, সততা, সাহস ও বুদ্ধিমত্তা এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তির জন্য বিপ্লবী বিশ্বের প্রথম সারির নেতাদের তিনি একজন। তাত্ত্বিক বিপ্লবী ট্রটস্কি থেকে সংগ্রামে সফল বিপ্লবী মাও বা গিয়াপের সঙ্গে উচ্চারিত হয় চে গুয়েভারার নাম। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের চোখে চে হয়ে ওঠেন বিপ্লবী 'আইকন', অনুসরণযোগ্য মনে হয় তার বিপ্লবী আদর্শ, তাকে ঘিরে তৈরি হয় 'মিথ'।

চে গুয়েভারার সংক্ষিপ্ত জীবন (৩৯ বছরের) সত্যই বিস্ময়কর। বিস্ময়কর আর্নেস্টো গুয়েভারার চে গুয়েভারা হয়ে ওঠা, সম্ভাবনাময় চিকিৎসাপেশার জীবন ছেড়ে ছুড়ে বিপ্লবীর অনিশ্চিত জীবন বেছে নেওয়া। এর চেয়েও বড় বিস্ময় কিউবায় একটি সফল বিপ্লবের অন্যতম কান্ডারি হয়েও বিশ্ববিপ্লবের তাড়নায় তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। কেন ঘরের নিরাপদ নিশ্চিন্ত আরাম তার অসহ্য বোধ হয়েছিল– এ প্রশ্নের জবাব খুঁজবেন সবাই।

সঠিক জবাব দিতে পারতেন একমাত্র চে গুয়েভারা নিজে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আদর্শের টান তাকে ঘরছাড়া করে। এদিক থেকে তিনি তুলনারহিত এ কারণে যে সফল সংগ্রাম শেষে তার সমগোত্রীয় অন্য কেউ ঘরছাড়া হননি– যেমন মাও বা গিয়াপ কিংবা ফিদেল। চে'র কোনো ঘর ছিল না বলেই কি দেশে দেশে তার ঘর খুঁজে ফেরা, দেশগঠনের দায় সহকর্মীদের কাঁধে ছেড়ে দিয়ে বিপ্লব সাধনের অন্বেষায় বেরিয়ে পড়া?

বাস্তবিক প্রথমে গোটা লাতিন আমেরিকা হয়ে ওঠে তার আপন দেশ, পরে গোটা বিশ্ব অর্থাৎ শোষিত তৃতীয় বিশ্ব। সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা চষে বেড়ানো মানুষটির পক্ষে ঘরে বসে থাকা সম্ভব হয় না, 'নতুন মানুষ' নতুন কিউবা গঠনের কর্মব্যস্ততা তাকে ধরে রাখতে পারে না। পারে না স্ত্রী, সন্তানদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার টান। বেরিয়ে পড়েন বিপ্লবের টানে, অন্ততপক্ষে বিপ্লবের পরিবেশ তৈরির নেশায়। এখানেই চে'র সঙ্গে অন্যদের তফাত।

আধিপত্যবাদী পরাশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদ শক্তিগুলোর আগ্রাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মনে হয় জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন চে গুয়েভারা।

বিষয়টা যেন তার জীবনযাপনের দায় হয়ে ওঠে। না হলে কি কেউ ছুটে যায় কঙ্গোর বিবদমান রক্তাক্ত পরিবেশে মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য করার জন্য। কিংবা বলিভিয়ার বিরান প্রান্তরে যেখানে পরিবেশ বৈরী, বাম-চেতনার দলগুলোর মধ্যে প্রকাশ পায় অসহযোগিতা? সেখানে সামান্য কয়েকজন গেরিলা যোদ্ধাকে নিয়ে সামরিক জান্তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধে নামে?

কিন্তু নেমেছিলেন চে গুয়েভারা তার ছোটখাটো একটি গেরিলা দল নিয়ে অনেক আশায় বুক বেঁধে। কিন্তু স্থানীয় বৈরিতা, ওয়াশিংটনের ষড়যন্ত্র, সামরিক শাসনের নির্মমতার বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার চে তার গেরিলা সঙ্গীদের নিয়ে শহীদ হন, মাত্র পাঁচজন আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছিলেন। সিআইএ'র এজেন্টের সামনে ওয়াশিংটনের নির্দেশে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় চে ও তার সঙ্গীদের। বিচার নামীয় প্রহসনের ধৈর্যটুকু তাদের ছিল না।

বিশ্ব কেঁপে ওঠে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে। কিন্তু চে মরেন নি, মৃত্যু হয়নি তার স্বপ্নের বিপ্লবের। বিশ্বের তরুণ সমাজের কাছে তার ভাবমূর্তি হয়ে ওঠে এক পবিত্র, আদর্শবাদী মৃত্যুহীন মানুষের।

চে গুয়েভারার জীবনঘনিষ্ঠ লড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত কাহিনি এ বইতে তুলে ধরা হয়েছে যাতে দেশের তরুণ সমাজ তাকে জানতে ও বুঝতে পারে, তার আদর্শ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়। বইটি ছাপার জন্য প্রকাশককে অশেষ ধন্যবাদ।

আহমদ রফিক

মৃত্যুহীন বিপ্লবী চে গুয়েভারা

বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন দেখা মানুষটি

রক্তে তার আগুন জ্বালানো বিপ্লব। বিপ্লবের তাড়নায় অস্থির এক মানুষ। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা যোদ্ধা। দেশ থেকে দেশান্তর যাত্রা স্বপ্ন সফলের উদ্দেশ্যে। নাম আর্নেস্টো গুয়েভারা। জন্মভূমি-মাতৃভূমি আর্জেন্টিনা। কিউবার বিপ্লবী সহযোদ্ধাদের ডাকা সংক্ষিপ্ত নাম 'চে'— যে নামে তার বিশ্ব পরিচিতি। আর্নেস্টো গুয়েভারা হয়ে যান চে গুয়েভারা।

বিপ্লবী চে গুয়েভারা, গেরিলা যোদ্ধা চে গুয়েভারা। বিপ্লবের নেশায় ঘরের আরাম-আয়েশ ছেড়ে ঘুরে বেড়ানো চে গুয়েভারার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল বিপ্লবের বাঁশি বাজাতে বাজাতে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা, জীবনটাকে অবহেলায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া, বিনা আফসোসে। এমন এক বিশ্ববিপ্লবীর জন্যই খাটে রবীন্দ্রনাথের 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। খুব মেলে চে গুয়েভারার ঘরের আরাম ছেড়ে বিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্যে ছুটে যাওয়ার সঙ্গে।

'নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।...
...শূন্য হল আরামের শয্যাতল, ...
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরি।...
অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান'...

সব বন্ধন ছিন্ন করে একের পর এক সম্ভাবনার ঘরে ছুটে গেছেন চে গুয়েভারা, সবশেষে বলিভিয়া। সেখানে সমর্থন ও সহযোগিতার অভাবে বিশ্বাসঘাতকতার জেরে সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার সরকারের ঘাতকের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে চে গুয়েভারার মৃত্যু। শহীদ চে গুয়েভারা হয়ে ওঠেন 'মিথ' বিপ্লবের 'আইকন'।

সমাজতান্ত্রিক জুজুর ভয়ে দিশেহারা পশ্চিমের কোনো কোনো লেখকের কলমে ঝরতে থাকে চে প্রশস্তি, একের পর এক বিশেষণের ফুলঝুরি। যেমন

‘বিপ্লবীযোদ্ধা’ ‘সামরিক নীতিপ্রণেতা’ ‘সামাজিক দার্শনিক’ ‘অর্থনীতিবিদ’ ইত্যাদি। এদের মতে চে’র চোখে মহাকাব্যিক স্বপ্ন– সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে গোটা লাতিন আমেরিকাকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলা। চিরদিনের জন্য সমাজ থেকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অনাচার, অবিচার দূর করা আর সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের অবসান ঘটানো।

এমন এক আন্তর্জাতিকতাবোধ, সমাজতান্ত্রিক চেতনা অন্তরে লালন করে শান্ত নিরাপদ জীবন ছেড়েছেন চে। কিউবা বিপ্লবের অন্যতম সারথী চে গুয়েভারা হাভানা থেকে ছুটে গেছেন আফ্রিকায় (কঙ্গো), পরে বলিভিয়া। এর আগে দক্ষিণ আমেরিকার একাধিক দেশে– গুয়াতেমালা থেকে মেক্সিকো হয়ে দেশে দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির গন্ধ শুঁকে বেড়ানো নেশা হয়ে দাঁড়ায়। বিপদ, জীবনের ঝুঁকি কোনো বিচার্য বিষয় নয়। জীবনের একটাই লক্ষ্য– বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিতে হবে সম্ভাব্য সব দেশে। সে অগ্নিশিখার উৎস কিউবা। লাতিন আমেরিকার এক একটি দেশ হয়ে উঠুক এক একটি কিউবা।

কিন্তু প্রতিবিপ্লবী পরাশক্তি যেখানে সজাগ, সতর্ক, সক্রিয়, যেখানেই বিপ্লবের সম্ভাবনা যেখানে তাদের গুপ্তচরচক্র আমলাশ্রেণি বা সামরিক বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করে– পরিণামে কখনো প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান, সামরিক শাসন বা স্বৈরতন্ত্রী শাসন। রক্তে দেশ ভাসে, কারাগারে উপচে পড়া বন্দি, পীড়ন, হত্যা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ইন্দোনেশিয়া, কঙ্গো, চিলি’র মত একাধিক দেশ তার প্রমাণ। চিলির পাকাপোক্ত নির্বাচিত সরকার যেখানে টিকে থাকতে পারেনি সেক্ষেত্রে সিয়ার কুশলী বাধার মুখে বিপ্লব ঘটানোর কাজ মোটেই সহজ নয়।

কিন্তু সেসব ভাবেননি চে। তার কথা, সহজ না হলেও সহজ করে নিতে হবে। খুঁজে পেতে হবে পথ, যে পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঝান্ডা ওড়ানো যাবে। সম্ভব হবে সামাজিক বৈষম্য দূর করা। সে লক্ষ্য অর্জনে তার মতে পথ একটাই– সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ। শুরুতে জনা কয়েক বিপ্লবী নিয়ে গড়ে তুলতে হবে গেরিলা বাহিনী, যারা জীবন বাজি রেখে নির্ভয়ে লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। কিছুতেই পিছু হটবে না।

না, পিছু হটেননি চে! মৃত্যুর মুখে ঘাতকের চোখে চোখ রেখে বিপ্লবীর অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। বলিভিয়ার সামরিক বাহিনীর সদস্যদের গুলিতে মৃত্যু, সামনে সাক্ষী হিসেবে CIA’র এজেন্ট, এরপর অজ্ঞাত গণকবরে গভীর রাতে অন্য বিপ্লবী সহকর্মীদের সঙ্গে তার শেষ শয্যা। উদ্দেশ্য, পৃথিবীর মানুষ যেন জানতে না পারে কোথায় চে’র সমাধি। প্রতিবিপ্লবীরা চায়নি চে’র সমাধি বিপ্লবীদের তীর্থস্থানে পরিণত হোক।

ভুল করেছিল বিপ্লব-বিরোধীরা। ঘটনা প্রকাশ পাবার পর থেকেই চে-বন্দনা শুরু হয়ে যায়। কবি শিল্পী লেখক সঙ্গীতকার সবাই একযোগে তাদের অবিস্মরণীয় কর্মে চে গুয়েভারাকে অমরত্বে পৌঁছে দিয়েছেন। বিপ্লবী তরুণ, প্রতিবাদী তরুণ সবার চোখে চে অনুসরণযোগ্য আদর্শ, বিপ্লবের প্রতিনিধি। তার প্রতিকৃতির মিনিয়েচার বুকে ধারণ করা যেন বিপুল গৌরবের। এমনকি ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী মার্কিন তরুণদের চোখেও চে বীর শহীদ, মুক্তিযোদ্ধা, সংগ্রামী প্রেরণা। দীর্ঘকাল পর এখনো চে বিপ্লবী 'আইকন'। চে'র মৃত্যু হয়নি, চে অমর।

অশান্ত শৈশব-কৈশোর

কেমন ছিল এমন একজন বিপ্লবীর শৈশব-কৈশোর-তারুণ্য? তিনি কি আজন্ম বিপ্লবী ছিলেন? একটু দেখে নেওয়া যাক। তার জন্ম আর্জেন্টিনার একটি বিশিষ্ট পরিবারে– ১৪ জুন, ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে। কুষ্ঠি বিচারে বৃষ রাশির জাতক। বাবা-মা বংশগত বিচারে স্পেনীয় অভিজাত পরিবারের উত্তরসূরি। মাত্র দু'বছর বয়সে ভুলক্রমে সন্ধ্যায় ঠান্ডা পানিতে স্নানের পরে সেই যে হাঁপানির আক্রমণ সে বিড়ম্বনা বাকি জীবনভর বইতে হয়েছে আর্নেস্টোকে। ভুলটা তার মায়ের।

ওর হাঁপানির জন্য গুয়েভারা পরিবারকে দীর্ঘকাল শুষ্ক অঞ্চলে বসবাস করতে হয়েছে। বাবার সঙ্গে নয়, মায়ের সঙ্গে ছিল এক ধরনের নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক। ১৯৬৫ সালে মায়ের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মা-ছেলের চিঠির আদান-প্রদান ছিল নিয়মিত। রুটিন খবরা-খবর নয়, ভালোমন্দ সব কিছু জানা ও শোনার মাধ্যম ছিল চিঠি যখন আর্নেস্টো ঘরের বাইরে, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন।

মনে হয় মায়ের ব্যক্তিত্বের আদলে গড়া আর্নেস্টো, সম্ভবত চে গুয়েভারাও। 'দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে'র মত অ্যাডভেঞ্চারে মা ও ছেলের আগ্রহ বা প্রবণতা বুঝিয়ে দেয় আর্নেস্টো গুয়েভারার জীবনে তার মায়ের জীনগত (জেনেটিক) প্রভাব। মা সিলিয়া সার্না স্পেনীয় অভিজাত পরিবারের আর্জেন্টাইন উত্তরসূরি। তার এক পূর্বসূরি ছিলেন স্পেনীয় উপনিবেশ পেরুর রাজকীয় ভাইসরয়, অন্যজন আর্জেন্টিনার খ্যাতনামা মিলিটারি জেনারেল। তার পিতা অর্থাৎ আর্নেস্টোর মাতামহ খ্যাতনামা আইনজীবী, অধ্যাপক, কংগ্রেস সদস্য ও রাষ্ট্রদূত। আর্নেস্টোর পিতাও স্থানীয় এক ধনাঢ্যের প্রপৌত্র, স্পেনীয় ও আইরিশ মিশ্ররক্তের উত্তরাধিকারী। নাম আর্নেস্টো গুয়েভারা লিঞ্চ। গুয়েভারা লিঞ্চ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, উচ্ছ্বাসপ্রবণ আড্ডাপ্রিয় মেজাজের মানুষ।

গোটা লাতিন আমেরিকা জুড়ে সে সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর মধ্যে চলছে সাম্রাজ্যবাদের নানামুখী প্রভাব। এসব টানাপোড়েনে **১৯৩২-১৯৩৫**-এ থেকে থেকে প্যারাগুয়ে ও বলিভিয়ার মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ। গুয়েভারা লিঞ্চ যুদ্ধের সমঝদার, হারজিত গভীরভাবে খতিয়ে দেখেন। এ যুদ্ধে আর্জেন্টিনাবাসী বিভক্ত। খেলার মাঠে ছেলেরাও কেউ বলিভিয়া কেউ প্যারাগুয়ের পক্ষে। আর্নেস্টো বাবার পাশাপাশি যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করলেও সুস্পষ্টভাবে কোনো পক্ষের সমর্থক ছিল না, যদিও লিঞ্চ ছিলেন প্যারাগুয়ের পক্ষে।

হাঁপানির কারণে আর্নেস্টোর স্কুলে যাওয়া দেরিতে। কিন্তু অসুস্থতা সত্ত্বেও স্কুলে তার দুরন্তপনার শেষ ছিল না। অথচ বাড়িতে মায়ের প্রভাবে ঐ বয়সেই কবিতা, গল্প, উপন্যাস, এমনকি দর্শনের অনুরাগী পাঠক। তার স্বভাবে একদিকে ছিল জেদ অন্যদিকে প্রতিযোগিতার নেশা আর নিয়মানুবর্তিতা– বলতে হয় বিচিত্র গুণপনার সমন্বয়।

তবে শৈশবেই মায়ের প্রভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদার গণতান্ত্রিকতার প্রতি ঝোঁক যা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে একের পর এক আঞ্চলিক যুদ্ধ এবং পরে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৬-৩৯) তরুণ আর্নেস্টো পপুলার ফ্রন্টের পক্ষ নিয়েই যুদ্ধের পরিণাম অনুসরণ করতেন মানচিত্রে ছোট্ট ছোট্ট পতাকা বসিয়ে। তাদের গোটা পরিবারই ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী স্পেনের পক্ষে।

কিন্তু গণতন্ত্রী স্পেনের পতনের পর তাদের আবাসস্থল আল্‌তা প্রসিয়াতে স্পেনীয় উদ্বাস্তুর প্রবেশ পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তোলে বিশেষ করে যখন শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মান নাৎসি বাহিনীর অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভিয়া, পোল্যান্ড একের পর এক দখল সাধারণ মানুষের মনেও রাজনৈতিক প্রভাব ফেলে। স্পেনে ফ্যাসিস্ট ফ্রাংকোর ক্ষমতা দখল আর ফ্যাসিস্ট হিটলারের ইউরোপ দখলের মহড়া উদারপন্থীদের মন মিত্রশক্তির দিকে ঠেলে দেয় যদিও তাদের অবহেলার কারণে স্পেনে ফ্রাংকো বাহিনীর জয়।

গুয়েভারা লিঞ্চ মহাউৎসাহে মিত্রশক্তির প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাতে ছোটখাটো একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। মাত্র **১১** বছর বয়সে আর্নেস্টো এ সংগঠনের যুব শাখায় যোগ দেন। খুঁজে বের করতে চেষ্টা চালান আর্জেন্টিনায় নাৎসি জার্মানদের। অন্যদিকে পিতা গুয়েভারা লিঞ্চ এখানে সেখানে নাৎসি আক্রমণের বর্বরতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। এসবের প্রভাব কিছু না কিছু পড়ে আর্নেস্টোর কিশোর মনে।

কিন্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ফ্যাসিস্ট ফ্রাংকো বাহিনীর বর্বরতা, আল্‌তা প্রসিয়ায় প্রজাতন্ত্রসমর্থক উদ্বাস্তু পরিবার– এসব ঘটনা আর্নেস্টো গুয়েভারার কিশোর মনে রাজনৈতিক প্রভাব ফেলে গভীর মাত্রায়। তাছাড়া ছিল স্পেনীয় নৌবাহিনীর স্বাস্থ্য বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তা হুয়ান গঞ্জালেস পরিবারের সঙ্গে গুয়েভারাদের নৈকট্য ও প্রীতির সম্পর্ক এবং ঐ পরিবারের সমবয়সীদের সঙ্গে আর্নেস্টোর খেলাধুলা, মেলামেশা, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তার মনে রাজনীতি বিষয়ক কিছু ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। সে ধারণা যেমন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী, তেমনি স্বৈরতন্ত্রবিরোধী, সর্বোপরি অত্যাচারী শক্তিবিরোধী।

আর্জেন্টিনার রাজনৈতিক টানাপোড়েন

এর মধ্যে আর্জেন্টিনার রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। অক্ষশক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল শাসনের পতন ঘটে ব্রিটিশ কর্পোরেট মনোপলি পুঁজির বাণিজ্যশক্তির সমর্থনে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানে (জুন ১৯৪৩)। যথারীতি শুরু হল চরম দমননীতি, গ্রেপ্তার, নির্যাতন, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি, একনায়কী শাসনে যেমনটা হয়ে থাকে। নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত। প্রচার মাধ্যমের মুখ বন্ধ, সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ। সকল শিক্ষায়তনের ছাত্রদের প্রতিবাদ শক্ত হাতে দমন করা হল। ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার, জেল।

আবার এ অবস্থার মধ্যেই শাসনযন্ত্রের পালাবদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। হুয়ান পেরন আর্জেন্টিনার ক্ষমতার রাজনীতিতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকেন। আর বিশ্বযুদ্ধে (১৯৪৩) যুক্তরাজ্যে যোগ দেবার পর আন্তর্জাতিক পরিবেশে ভিন্ন হাওয়া বইতে শুরু করে। গুয়েভারা পরিবার বরাবরই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী, কিন্তু এবার উদার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেও নাৎসি বিরোধিতা সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। অন্যদিকে ইঙ্গ-মার্কিন চাপে সরকারি নীতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিষয়টা আর্জেন্টাইনদের জাতীয়তাবোধে আঘাত করে। ব্রিটিশ-বিরোধিতাই ছিল অক্ষশক্তির প্রতি কারো সহানুভূতির কারণ যেমন দেখা গিয়েছিল উপনিবেশ ভারতে।

পারির পতন বিশ্ব চেতনায় আঘাত করে। আর্নেস্টোর পরিবার তখন ফরাসী কবি-লেখক-শিল্পীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে মানসিকভাবে একাত্ম হয়। তারা এবং আরও অনেকে মিলে ফরাসী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাহায্যে স্থানীয়ভাবে সাহায্য কমিটি গঠন করে। এরা সবাই তখন দ্য গলের সাহসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তা সত্ত্বেও আর্নেস্টোর জীবনীকারদের মতে

তার চিন্তায় তখনো রাজনীতির সুস্পষ্ট রূপরেখা গড়ে ওঠেনি বা রাজনীতির প্রতি ততটা আকর্ষণও তার মধ্যে দেখা যায়নি। তবে আমার বিশ্বাস স্পেনের গৃহযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধে হিটলারি তাণ্ডব তার মনে কিছুটা হলেও ঢেউ তুলেছিল। মনের শিলালিপিতে দাগ কেটেছে সেসব ঘটনা।

আর্জেন্টিনার রাজনীতিতে তখন যথেষ্ট টানাপোড়েন বিশেষ করে অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তিকে ঘিরে। আর্জেন্টিনার প্রাথমিক চেষ্টা বিশ্বযুদ্ধের জালে নিজেকে না জড়ানো অর্থাৎ নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকা। এর মধ্যে চতুর পেরনের ধাপে ধাপে রাজনীতিতে উত্থান। শ্রমিক-সংশ্লিষ্ট বিভাগের ক্ষমতা হাতে নিয়ে লোক দেখানো কিছু সংস্কারের ফলে ঐ শ্রেণিতে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। নিগৃহীত নিম্নশ্রেণির দুর্দশা সম্বন্ধে পেরনের বক্তৃতা তার ভাবমূর্তি কিছুটা উজ্জ্বল করলেও গুয়েভারাদের মত অনেকেই পেরন-বিরোধী হয়ে ওঠেন।

কিন্তু তাতে পেরনের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়নি। সামরিক শাসনের মধ্যেই চতুর এই সাধারণ সামরিক কর্মকর্তা পেরন যুদ্ধমন্ত্রীর পদে উন্নীত হন (১৯৪৪)। আর্জেন্টিনাবাসীর কাছে তার পরিচিতি বাড়তে থাকে। পরে এই পেরনকে দেখা যাবে এক শক্তিমান নায়ক হিসেবে। আর এ সময়টাতে আর্নেস্টো গুয়েভারার মানসিকভাবে বেড়ে ওঠার পর্যায়, সচেতনভাবে নয়, মনে হয় অন্তর্চেতনার স্বতঃস্ফূর্ততায়।

আর্নেস্টোর আত্মচেতনার সূচনাকাল

বিশ্বযুদ্ধ শেষ। স্বদেশে ও বিশ্ব পরিবেশে বিচিত্র ঘটনাবলীর ঢেউ আর্নেস্টোর জীবনে নিশ্চয়ই বিশেষ হয়ে ওঠে। তারুণ্যে তার চৈতন্যের বাঁকফেরা থেকে পরিবর্তন কিছুটা আন্দাজ করা যায়। বয়স ১৭, রাজনীতির ভালোমন্দ বোঝার জন্য বয়সটা কম নয়। কেউ কেউ আরও আগেই রাজনৈতিক ভাবনায় নিজের পথ খোঁজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনীতির পক্ষে। সে তুলনায় আর্নেস্টোর জন্য এটা কিছুটা দেরিতেই ঘটেছে বলা যায়।

কিন্তু যে কারণেই হোক কবিতা তাকে আকর্ষণ করে। আশ্চর্য যে মিষ্টিক চরিত্রের আরবি কবিতা পাঠেও তার অরুচি নেই। তবে পাবলো নেরুদার প্রেমের কবিতার প্রতি আগ্রহ সবচাইতে বেশি। কবিতা আবৃত্তি করতেও বেশ ভালোই লাগে। পাশাপাশি পাঠের বিষয় বিপরীত চরিত্রের– মার্কস, এইচ. জি. ওয়েল্‌স, ফ্রয়েড, রাসেল এমনকি জ্যাক লন্ডন বা নীৎসে। এ পড়ার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। হতে পারে সব কিছুর মধ্যে থেকে চলছে মাড়াই, বাছাই, সঞ্চয়।